অফুরো অনন্ত গলি —

রোববার, হাটবার, ছেঁড়া ফুল-ওড়ানো গ্যাসবেলুন, নীচ দিয়ে
বোঝা ছুঁড়ে ফেলে হাসি অনর্গল হাসি।
হাত পা উদর মুণ্ডু খুলে খুলে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে যন্ত্রপাতি।
বোঝা কাঁধে ফেলে ফের চলে গেল। কোন্‌দিকে চললে? যারা আছো?
লাইনের ওপারে? আরো মফস্বলে? ছেঁড়া ফসল-ওড়ানো গ্যাসবেলুন,
ঘন জমে উঠছে তার পেটচাপা হাসি। হুল আর মউলে
আড়াআড়ি রোববার, হাটবার, ছুটি ভাঙা যন্ত্রপাতি। ঘেষেড়ার
কাটা ঘাস-আঁটির মতো এক একটা জোয়ার—হলদে হয়ে যায়
দিনে দিনে।
জোড়াতাড়া ভব্য সভ্য যন্ত্রের শিলুট।
কথা বলতে বলতে হাঁটছে পাশে পাশে ঃ
কোন্‌দিকে এবার? আরো শহর, না আরো মফস্বলে?
কাটা ঘাস-আঁটির মতো বয়ে যাওয়া দিন।
কলকল নুন-হলুদের ঝাঁঝ মুখ চাপা দিয়ে তাজা পীচের ধক্ উঠছে।
দুধারি দোরমুখ যেন নিরন্ধ্র খিল আঁটা। কোন্ বাড়ি?
খোলা আলো-চাওয়া গলি অনন্ত অফুরো— ভেঙেচুরে
সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে পড়িমরি ছুটে গেল
ট্রাক—তার অনেক পেছনে ছায়া রিক্‌শা একটা, ঘোরতর
আধচেতা লোকটা তার সারা গা মুচড়ে উঠছে হাসি।
বোঝা খুলে গলে পড়ে আশ দিয়ে পাশ দিয়ে। তার
নুন-হলুদের ঝাঁঝ মুখ চাপা দিয়ে তাজা পীচের ধক্ উঠছে
ঘোলা আলো-চাওয়া গলি অনন্ত অফুরো হয়ে ওঠে পায়ে পায়ে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান